Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

শেওলা বিস্তারিত নকশা: পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ক. ভূমিকা

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রজেক্ট- ১, হচ্ছে বাংলাদেশে স্থল বন্দর নির্মাণ করে আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন করিডোরসমূহে বানিজ্য সংশ্লিষ্ট সময় ও ব্যয় কমানো ও অবকাঠামো উন্নয়ন এর পাশাপাশি কৌশলগত উন্নয়ন সাধন করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত একটি প্রকল্প।ভারত ও ভুটানের সাথে বাণিজ্য সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরসমূহের আধুনিকায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে অবকাঠামো, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা এই প্রকল্পের অন্যতম উপাদান। এরমধ্যে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজারে শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এই পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দর (উপ-প্রকল্প) এর পরিবেশগত প্রভাব উপস্থাপন করছে। প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দরেরএকটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (এসআইএ) ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনাও (আরএপি) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
উল্লিখিত প্রকল্পের কার্যাবলী পরিবেশকে প্রভাবিত করবে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও বিশ্বব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে টেকসই উপায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর।

খ. নীতি, আইনগত, প্রশাসনিক ও নিয়ন্ত্রণকারীকাঠামো

বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষন বিষয়ক প্রধান আইনগত ভিত্তি হচ্ছে ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষন আইন।এই গুচ্ছ আইনের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষন, পরিবেশগত মানের উন্নয়ন এবং পরিবেশ দুষন প্রশোমন ও নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভূক্ত। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এই আইনের সাথে সম্পূরকভাবে প্রণীত পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা- ১৯৯৭, সংশোধন- ২০১০ এর বিধান অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য প্রকল্পসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে (সবুজ, কমলা- এ, কমলা- বি, ও লাল) বিভক্ত করে থাকে। স্থলন্দরের উন্নয়ন বা সম্প্রসারণ উল্লিখিত কোন শ্রেণী বিভাজনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়।

তথাপি, বিএলপিএ'র অন্যান্য স্থলবন্দরের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পূর্ব অভিজ্ঞতা ও উল্লিখিত স্থলবন্দসমূহে কাজের পরিসর বিবেচনায়, প্রত্যাশা করা যায় যে, নতুন স্থলবন্দর নির্মাণ বা বিদ্যমান স্থলবন্দরের উন্নয়ন 'কমলা- বি' শ্রেণীভূক্ত হবে। যেহেতু প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে প্রকল্পটি কমলা- বি শ্রেণিভূক্ত হবে এবং সেকারণে বিএলপিএ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ (ইএমপি) প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষা (ইআইএ) পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় দলীলপত্র দাখিল করবে।

পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে, বিশ্ব ব্যাংকের রক্ষাকবচের মধ্যে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ওপি/ বিপি ৪.০১) অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এই প্রকল্পটি বি শ্রেণীর পর্যায়ভূক্ত যেহেতু অধিকাংশ প্রভাব সুনিদিষ্ট করা আছে এবং প্রভাব প্রশোমনের মানসম্মত উপায়ে এ সকল প্রভাব প্রশোমন করা সম্ভব হবে। বিশ্বব্যাংকের নীতিমালার আলোকে শেওলাস্থলবন্দরের জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন (ইএসআইএ) তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের নীতিমালা অনুসারে জনমত গ্রহণ ও প্রকাশ সংক্রান্ত আবশ্যকতা যথাযথভাবে বিগত ১০ আগষ্ট, ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে।

গ. প্রকল্প বিবরণী

সামগ্রিকভাবে প্রকল্প ও এর উপাদানসমূহ

শেওলা স্থলবন্দর কাস্টম্স স্টেশনে কুশিয়ারা নদীপথের মাধ্যমে ১৯৪৮ সাল থেকে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। ১৯৯৬ সালে উক্ত শেওলা স্থল কাস্টম্স সুতারকান্দিতে (বড়গ্রাম) স্থানান্তরিত করা হয়, যা সীমানা থেকে ২ কিলোমিটার দক্ষিন-পূর্বে দুবাগ ইউনিয়নে অবস্থিত এবং শুধুমাত্র সড়কপথের পরিস্থিতি সাপেক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ করে। কিন্তু উক্ত স্থলবন্দরের নাম শেওলা স্থল কাস্টম্স বন্দর হিসেবেই অপরিবর্তিত ছিল। সময়ের আবর্তে সাম্প্রতিক সময়ে শেওলা স্থল কাস্টম্স বন্দরে পরিবহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং অবস্থানগত গুরুত্ব বিবেচনা করে, সরকার ইতোমধ্যে ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে শেওলা স্থল কাস্টম্স

স্টেশনকে শেওলা স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। শেওলা স্থল বন্দর দুই ধাপে নির্মিত হবে। প্রথম ধাপের উন্নয়ন হবে ২০১৬-১০১৯ এবং কার্যক্রম পরিচালিত হবে ২০১০-২০৩০ সালে। দ্বিতীয় ধাপের উন্নয়ন হবে ২০২৭-২০৩০ সালে এবং কার্যক্রম পরিচালিত হবে ২০৩০-২০৪০ সালে।

এই ইআইএ প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের জন্য তৈরী হলেও বিশ্বব্যাংক দুই ধাপের উন্নয়নের প্রথম ধাপের জন্য অর্থায়ন করবে। এই প্রকল্পের পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ)।

নির্মিতব্য প্রস্তাবিত সুবিধাধি হচ্ছেঃ

- **বন্দর সুবিধাদিঃ** প্রশাসনিক ভবন, সংরক্ষণাগার, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, উন্মুক্ত মজুদ রাখার স্থান এবং বাংলাদেশ ও ভারতের ট্রাক টার্মিনাল;
- **পরিসেবা এলাকাঃ** ছাউনী, আবাসস্থল, রেস্তোরা, উপকেন্দ্র/ জেনারেটর ও জ্বালানী ঘর এবং মসজিদ;
- **অবকাঠামোঃ** বেড়া/ সীমানা প্রাচির, অভ্যন্তরীণ সংযোগ সড়ক, নর্দমা, ফুটপাথ, পার্কিং এবং সৌন্দর্য বর্ধণ, সীমানা প্রাচির ঘেসে বৃক্ষ রোপন।
- **বৈদ্যুতিক কার্যাবলিঃ** এলাকায় বাতি স্থাপন, সীমানা পাচিলে বাতি স্থাপন, ফুটপাথে বাতি স্থাপন, সড়কবাতি স্থাপন, উপকেন্দ্রের উপকরণ ও ডিজেল চালিত জেনারেটর এবং সৌর শক্তি।
- **পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন সম্পর্কিত কার্যাবলিঃ** পানি সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন সুবিধা ও কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ।
- **নিরাপত্তা ও সুরক্ষাঃ** অগ্নি নিরাপত্তা ও সনাক্তকরণ, প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা, সিসিটিভি প্রদ্ধতি, অনধিকার প্রবেশ সম্পর্কিত সংকেত ব্যবস্থা, গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থাপনা, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, বস্তুগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা চৌকি।

অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে নারীদের জন্য শৌচাগার সুবিধা, শুধুমাত্র নারীদের জন্য অপেক্ষা কক্ষ, বিকল্পভাবে ব্যবহারে সক্ষমদের জন্য শৌচাগার ও অপেক্ষাকক্ষ এবং সকল ব্যবহারকারীগণের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিশ্চিত করতে হবে। সকল টার্মিনালে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক কাউন্টার, অপেক্ষাকক্ষ ও শৌচাগার এর ব্যবস্থা এবং বিকল্প ভাবে ব্যবহারে সক্ষম ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য অবতরণ পথ এর ব্যবস্থা রাখা হবে। সকল স্থলবন্দরে সুপেয় পানির ব্যবস্থা রাখা হবে।

সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী

সড়কসংযোগঃ সিলেট থেকে শেওলা স্থল বন্দর পর্যন্ত সড়কটি এলজিইডি নির্মাণ করেছে যা পাকা। কিন্তু সড়ক সংযোগ শক্তিশালী ও বড় আকারের গাড়ির জন্য প্রসস্ত করা প্রয়োজন। বিদ্যমান সড়কটি স্থলবন্দরের আগামী পাঁচ বছরের কার্যক্রম পরিচলনার জন্য যথেষ্ঠ, কিন্তু পরবর্তি পর্যায়ে উক্ত সড়কের সম্প্রসারণ প্রয়োজন দেখা দেবে। তাই উক্ত সড়কের সম্প্রসারণ বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ঠ পক্ষ, কারন এটা প্রথম পর্বের উন্নয়নের জন্য আবশ্যক নয় তবে দ্বিতীয় পর্বেও উন্নয়নের জন্য সড়কের সম্প্রসারন জরুরী।

বিদ্যুৎলাইনঃ স্থল বন্দরের সুবিদাধি পরিচালনার জন্য বিদ্যমান একটি বিদ্যুৎ লাইন বিয়ানী বাজার থেকে প্রস্তাবিত স্থল বন্দও পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। এই বিদ্যুৎ লাইনের দৈর্ঘ্য হবে ১৩কিলোমিটার। উক্ত বিদ্যুৎলাইনের সাথে জরুরী শক্তির উৎস হিসেবে একটি ২৫ কিলোওয়াটের সৌরশক্তি ও দুটি জেনারেটর স্থাপন করা হবে আর ব্যবস্থাপনা করবে বি্এলপিএ। বিদুৎ লাইন বিদুৎ উন্নয়ন বোর্ড স্থাপন করলেও বিএলপিএ এই কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বপালন করবেন।

নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত এলাকায় নির্মাণ ক্যাম্প ও নির্মাণ সামগ্রী সংরক্ষনাগার নির্মাণ করা হবে। স্থানটিকে বন্যা সীমার উচুতে তোলার জন্য ভরাট করার জন্য প্রায় ২০০,০০০ কিউবিক মিটার বোরো পিচের মাটি প্রয়োজন হবে। ভরাট করার মাটি নিকটবর্তী অনাবাদি ও পতিতজমি থেকে ও ১০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে অবস্থিত পুকুর থেকে

সংগ্রহকরাহবে।প্রাথমিকভাবে নয়া দুবাগ, উত্তর দুবাগ এবং দুবাগ ও বিয়ানী বাজার এলাকার অব্যবহৃত কৃষি জমিকে মাটি আনার স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জমি ও কার্যক্রম প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ঠ এবং এই ইআইএ রিপোর্টের আওতাধীন।

ঘ. পরিবেশগত প্রভাবের প্রাথমিক চিত্র ক্ষেত্রসমূহ

শেওলা স্থলবন্দরটি বিদ্যমান স্থল কাস্টম স্টেশনের সাথে স্থাপন করা হবে, যা বর্তমানে স্থল কাস্টম্স স্টেশন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থলবন্দরটি সমতল প্লাবনভূমিতে স্থাপিত হবে, যা শুকনা মৌসুমে অনাবাদি থাকে এবং কিছু পরিবহন পার্কিং ও প্রকল্পের দক্ষিনাংশে কিছু এলাকা বসবাসের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত বন্দর স্থাপন কার্যকমের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য প্রভাবের সারসংক্ষেপ গৃহীতব্য প্রশোমন উদ্যোগসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দরটি কিছু এলাকা দুবাগ বিল নামক প্লাবনভূমির মধ্যে অবস্থিত সেহেতু বর্ষাকালে প্লাবিত হয়। শেওলার প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিনে একটি অভ্যন্তরীণ জলাধার মুরিহা হাওর অবস্তিত। সাধারণত হাওড় হচ্ছে মৎস প্রজনন ক্ষেত্র এবং হাওরের অধিবসীরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাই প্রস্তাবিত স্থলবন্দর থেকে বর্জ্য নিষ্কাশনের মাধ্যমে প্রকল্প সংলগ্ন মুরিহা হাওর ও দুবাগ বিলের পানি যাতে দুষিত না হতে পারে সে বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে।
- স্থল বন্দরের ভূমি উন্নয়নের উপকরণ প্রকল্পের নিকট বর্তী উত্তর দুবাঘ ও নয় দুবাঘ এলাকার পরিত্যক্ত ও অনাবাদি জমি, পুকুর এবং অকৃষিজমি থেকে সংগ্রহ করা হবে। মাটি ভর্তি ট্রাক যাতায়াতের সময় ত্রিপলের ঢাকনা ব্যবহার ও ধুলা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রধান আমদানি পণ্য হচ্ছে কয়লা, যা বার্ষিক মোট আমদানির প্রায় ৯৭%। উঠানো নামানো কার্যক্রম, উন্মুক্ত স্থানে কয়লা রাখা ও ব্যবস্থাপনার সময় ধুলার ব্যবস্থাপনা এবং বর্ষাকালে কয়লা বিধৌত পানির প্রবাহ একাধিক স্তরে ফিল্টারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সুবিধাদিও নকশা প্রণয়ণ কালেই এই বিষয় সমূহ বিবেচনা করাতে হবে।খালে নির্গমনের পূর্বেই ময়লা, ধুলা ও অন্যান্য উপাদান অপসারণের জন্য একটি প্রবাহ নালা তৈরি করতে হবে।

- প্রস্তাবিত বন্দরের দক্ষিন পার্শ্বে কিছুসংখ্যক বসতি রয়েছে। ফলে নির্মাণ কাজ পরিচালনার সময় শব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় এবং যেহেতু সাধারণভাবে বাতাস দক্ষিন থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় ফলে ধুলা তেমন বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে না। বন্দরের বেমীর ভাগ নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হবে উত্তর দিকে। সুতরাং বন্দরের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় শব্দ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর উদ্যোগ বিবেচনায় রাখতে হবে। বিশেষ করে বন্দরের চারিদিকে নিরাপদ অঞ্চল ও গাছ লাগাতে হবে। সুবিধাদির পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ধুলা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা, ঢাকনাযুক্ত সংরক্ষণ এলাকা, ঝাড়ু ও ভ্যাকুয়াম যন্ত্র ইত্যাদি বিষয়টিকেও গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে।

  আবর্জনা সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নেই, পঁচে যাওয়া ও পরিত্যক্ত দ্রব্য নিস্কাশনের ব্যবস্থাও নেই। নকশা প্রণয়নের সময় আবর্জনা সংগ্রহ ও নির্গমনের স্থান বিবেচনায় রাখতে হবে।পঁচে যাওয়া ও পরিত্যক্ত দ্রব্য, সকল উৎস থেকে কঠিন বর্জ্য, দুষিত মাটি, জ্বালানি থেকে নির্গত বা উপচে পরা উপাদান, তেল ও অন্যান্য রাসায়নিক, ওয়ার্কশপ থেকে নির্গত বর্জ্য ইত্যাদি প্রাথমিকভাবে একটি পাত্রে করে সংগ্রহ করতে হবে। বর্জ্য নির্গমনের জন্য ৩ একর জমির উপর স্থল বন্দরের নিজস্ব জমিতে নির্মিত সেনিটারী ল্যান্ডফিল ব্যবহার করতে হবে। স্থল বন্দরের অভ্যন্তরে বর্জ্য হস্তান্তরের সুযোগ, বর্জ্য সংগ্রহ ও পৃথকীকরণ যাতে করে বর্জ্য পূন:ব্যবহার এবং অবশিষ্ঠ বর্জ্য নির্গমন করা যায়। তিনটি বড় বর্জ্য বিন তিনটি সুবিধাজনক স্থানে এবং ১৫টি লিটার বিন বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করতে হবে।
- সকল প্রয়োজনীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বর্জ্য নির্গমনের চুড়ান্ত অবকাঠামো প্রথম পর্বে উন্নয়নে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেল সেইসাথে প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা স্থল বন্দরের চুড়ান্ত ডিজাইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। পরিত্যক্ত তেল ও গ্রীজ আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রীকৃত ভেন্ডরদেও দ্বারা বর্জ্য নির্গমন করা হবে।
- অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে কাস্টম্স অফিস অভিবাসন কাউন্টারে ও নারী ভ্রমনকারী ও ব্যবসায়িদের জন্য শৌচাগার সুবিধা, অপেক্ষা কক্ষ, বিকল্পভাবে ব্যবহারে সক্ষমদের জন্য শৌচাগার ও অপেক্ষাকক্ষ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। বিকল্প উপায়ে ব্যবহার করতে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য অবতরণ পথের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- প্রস্তাবিত এলাকার উত্তর পাশ দিয়ে বৃষ্টির পানির একটি খাল প্রবাহিত হয়েছে, বর্ষাকালে এর মাধ্যমে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হয় এবং পানি নিষ্কাশনের সীমিত এলাকা রয়েছে। উক্ত প্রবাহটি সরলরেখায় প্রবাহিত নয় এবং বাঁক রয়েছে যদিও এর পার্শ্বে ভাঙন প্রতিরোধক ব্যবস্থা রয়েছে। ভাঙন প্রতিরোধে ঢাল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর এলাকটি ১০০ বছরের বন্যাসীমার উপরে স্থাপন করতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে।

ঙ. পরিবেশগত মূল্যায়ন

বিশ্ব ব্যাংকের পারমর্শকবৃন্দ কর্তৃক প্রদেয় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ) অনুসারে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য একটি পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে প্রস্তাবিত প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরিবেশ সংক্রান্ত সকল বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং জাতীয় ও বিশ্ব ব্যাংকের শর্তাবলী সাপেক্ষে উপযুক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং শেওলা স্থলবন্দরের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) করা হচ্ছে।

পরিবেশগত মূল্যায়নের প্রান্তিক জড়ীপের সময় নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

i. ভূমি ভড়াট করার উপদানের উৎস ও ভূমি উন্নয়ন
ii. প্রকল্প এলাকার জলীয় অবস্থা (হাইড্রোলজি)
iii. জীববৈচিত্র প্রজাতির জড়িপ (উদ্ভিদ ও প্রাণী, বিপন্ন প্রজাতি)।
iv. জলবায়ুগত অবস্থান (তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, আদ্রতা)।
v. পরিবেশগত মান (বায়ু, পানি, শব্দ)
vi. আর্থ-সামাজিক অবস্থা (জনবসতি, জনসংখ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, অদিবাসী জনগোষ্ঠি/ নৃগোষ্ঠি, পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন এবং উপদ্রুত জনসংখ্যা)

চিহ্নিত প্রভাবের আলোকে প্রশোমনকারী উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

চ. বিকল্পসমূহের পর্যালোচনা

বহুমাত্রিক পরিবহনের জন্য তিনটি বিকল্প স্থান রয়েছে একটি কুশিয়ারা নদী যা বর্তমান শেওলা স্থলবন্দর থেকে তিন কিলোমিটার দুরে অবস্থিত, এবং দ্বিতীয়টি রেল যোগাযোগ যা বর্তমান স্থল বন্দর থেকে আট কিলোমিটার দুরে অবস্থিত এবং তৃতীয়টি সুতারকান্দি, দুবাঘ এ অবস্থিত বিদ্যমান স্থাল কাস্টম এলাকা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কুশিয়ারা ও রেললাইন উভয়ই মানুষ ও পণ্য পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো। যেহেতু ভারত অপরপ্রান্তে বিরাট স্থলবন্দর অবকাঠামো নির্মাণ করেছে সেহেতু বিদ্যমান শেওলা স্থল কাস্টম ষ্টেশনটিকে উন্নয়নের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

শেওলা স্থলবন্দরের স্থান নির্বাচনের জন্য তিনটি পৃথক বিকল্প পর্যালোচনা করা হয়েছে। সবগুলো বিকল্প পর্যালোচনা করে, প্রচলিত নকশা নির্বাচন করা হয়েছে কারণ এটা সবচেয়ে বেশি সুফল বয়ে আনবে। প্রচলিত, সংযুক্ত অবস্থান ও টলায়মান নকশার খুটিনাটি বিশ্লেষন করা হয়েছে।

বন্দর নির্মাণের জন্য তিনটি স্থাপনা কৌশল বিবেচনা করা হয়েছে। প্রথম স্থাপনা কৌশলের বিস্তৃতি ৪৩.৩ একর জমি এবং যার মধ্যে ব্যক্তিগত সংরক্ষানাগার ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় স্থাপনা কৌশলের বিস্তৃতি ২২.১ একর জমি। তৃতীয় স্থাপনা কৌশলের বিস্তৃতি ২২.১ একর জমি এবং যার মধ্যে ব্যক্তিগত সংরক্ষানাগার ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র অন্তর্ভূক্ত থাকবে না। তৃতীয় স্থাপনা কৌশলটি নির্বাচন করা হয়েছে এবং নকশা প্রণয়নের পর্যায়ে রয়েছে।

ছ. সংশ্লিষ্ট মহল ও জনগনের পরামর্শ

পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহল ও জনগনের সাথে পরামর্শ করা এবং জড়ীপ চলাকালীন সময়ে যাতে করে সংশ্লিষ্ট মহল ও জনগনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং মতামত বিবেচনায় নেয়ার জন্য উক্ত কাজটি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্বাভাস অনুসারে নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করার জন্য প্রয়োজন ও

প্রাসঙ্গিকভাবে তথ্য প্রকাশিত ও সংরক্ষিত হয়েছে, নকশা গ্রহণযোগ্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, নির্মাণ পদ্ধতি ও সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পদ্ধতি পরিবেশ অধিদপ্তরের পরামর্শ সংক্রান্ত বিধানকে সন্তোশজনকভাবে পুরণ করেছে।

পরামর্শ গ্রহণ কারার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, তা হলো:

- ব্যক্তিগত পর্যায়ের আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ
- কী ইনফরম্যাট ইন্টারভিউ/ মৌলিক প্রশ্নমালার আলোকে সাক্ষাৎকার
- ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)
- পূর্ব ঘোষণাসহ জনমত সংগ্রহ।

২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে শেওলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাত করা হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় জনসভা আয়োজন ও বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি এফজিডি আয়োজনে পরামর্শকদের সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে প্রকল্পের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং অধিকাংশ পরামর্শ গ্রহণ সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে এবং খসড়া পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে জনগনকে অবহিত করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রকল্প প্রস্তুতকালীন পূর্বঘোষনা সহ জনমত সংগ্রহের লক্ষ্যে সভা করা হয়েছে।

২০১৬ সালের ৭ মে শেওলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একটি পূর্বঘোষিত সংশ্লিষ্ট মহলের উপস্থিতিতে ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে পরিবেশগত প্রভাব পর্যালোচনা প্রকাশ করা হয়েছে। পরামর্শ সভা আয়োজনের আগের দিন প্রকল্পের একটি লিফলেট সংশ্লিষ্ট মহল ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। লোকালয়ে (ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাজার) পোষ্টার সাঁটানো হয়েছিল। সভায় প্রকল্প কর্তৃক সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহল, উপজেরা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, মসজিদের ইমাম, হোটেল মালিক, ট্রাক চালক, সি এন্ড এফ এজেন্টবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা ওকাস্টম্স কর্মকর্তাদের সাথেও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা শেওলা স্থলবন্দর প্রকল্প বাস্তবায়নে খুশী হয়েছেন। তাদের জমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামোগত ও জবিনযাত্রার ক্ষতির জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ ও পরিচালনা পর্বে যথাযথ পরিবেশগত প্রশোমন উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। যেহেতু প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তাদের জীবন মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে, তাই তারা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

২০১৬ সালের ১০ আগষ্ট ঢাকায় বিএলপিএ মিলনায়তনে খসড়া পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন জড়িপ বিষয়ক একটি জাতিয় পর্যায়ের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনের শেষ অংশে উক্ত স্থানীয় ও জাতিয় পরামর্শ সভার চিত্র পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শ সভা আয়োজনের সময়কালে পরিবেশ ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত লিফলেট (যা বড় আকারের কাগজে স্থানীয় বাংলা ভাষায় ছাপানো হয়েছে) বিতরণ করা হয়েছে এবং অনুষ্ঠানস্থলেও বড় আকারের পোষ্টার প্রদর্শন করা হয়েছে। পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞগন তাদের বক্তব্য পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনী করেছেন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

পরিবেশগত প্রভাব পর্যালোচনা সভা আয়োজনের একদিন পূর্বে পরিকল্পনা বর্ণনাসহ নিম্নবর্ণিত উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়েছে ও সংশ্লিষ্টমহল ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠিকে আহ্বান জানানো হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্টমহল ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠিকে প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা যাতে করে তারা তথ্যসহ প্রকল্প সম্পর্কে প্রশ্ন করতে, পরামর্শ ও উপদেশ প্রদানে সক্ষম হয় এবং ইতিবাচক ও সৃজনশীল সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব হয়।

উপকরণসমূহ ছিল নিম্নরুপ:

- প্রকল্প প্রকাশ সভায় আলোচিত প্রশোমন উদ্যোগের সার-সংক্ষেপ
- বাংলা ভাষায় লিফলেট/ বিবরণী, মানচিত্র, অঙকন এবং ছকসহ লিখিত ও অঙ্কিত তথ্য, প্রকল্পের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ, ইত্যাদি
- জমি ভড়াটসহ পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিত করা
- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার খসড়া

- অভিযোগ নিস্পত্তির পদ্ধতি।

গণ পরামর্শ সভায় উত্থাপিত কিছু সাধারণ তথ্য: গণ পরামর্শ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক আলোচিত বিষয়সমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরুপ:

নিচু জমি ভড়াটের জন্য ব্যবহৃত বালি/ মাটি, নিচু জমি অধিগ্রহণ, কৃষি ও আবাসিক অংশের অল্প পরিমাণ অধিগ্রহণ, আর্থ-সামাজিক সুবিধা, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও যোগাযোগ, দুর্ঘটনা, শব্দ দূষন, বায়ু দূষণ, যানজট, পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা।

জ. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান পরিকল্পনা

পরিবেশগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রস্থাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন এমনভাবে করা যার ফলে পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির উপর নেতিবাচক প্রভাব কামনো ও ইতিবাচক সুফল বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। বর্তমান প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে;

- নেতিবাচক প্রভাব দুরিভুত করা বা কমিয়ে আনার জন্য প্রশোমনমূলক ব্যবস্থা
- ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও নেতিবাচক প্রভাবক নিয়ন্ত্রণ
- প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োজিত বিএলপিএ, ঠিকাদার, পরামর্শকবৃন্দ এবং প্রকল্পের অন্যান্য সদস্যবৃন্দের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ।
- নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করার জন্য, তত্ত্বাবধানের পদ্ধতি নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের নির্ধারণকারী/ পারিমাপক সুচক সুনির্দিষ্টকরণ;
- সকল প্রশোমন উদ্যোগের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- প্রশোমন উদ্যোগের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা
- প্রতিবেশগত পদ্ধতি অনুসরণ করা, জীববৈচিত্র রক্ষা করা এবং সাধ্যমত প্রাকৃতিক উপাদানসর্মহ সংরক্ষন করা; এবং
- বিভিন্ন প্রকার সংশ্লিষ্ট মহলের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয়তা নিরুপণ করা।
- সংযুক্তিতে ঠিকাদারদের কাজের নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে। .

একগুচ্ছ কার্যাবলি ও কার্যক্রম ও এলাকাভিত্তিক নির্ধারিত পরিকল্পনার মাধ্যমে ইএমপি বাস্তবায়ন করা হবে। ইএমপি;র একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে উপ-প্রকল্পসমূহের প্রতিটি নেতিবাচক প্রভাবকের জন্য নির্ধারিত প্রশোমন উদ্যোগের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার তথ্য সংরক্ষন করা। প্রশাসন পরিকল্পনা প্রণয়ণ, বাস্তবায়ন ও উপ-প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মহল ও অংশগ্রহণকারিবৃন্দের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করবে।

ঝ. প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইআইইউ) প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নের্তৃত্ব প্রদান করবে, যা বিএলপিএতে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইআইইউ) এর প্রধান হবেন প্রকল্প পরিচালক (পিডি)। পিআইইউ পরামর্শকদেও নিয়োগের জন্য দায়িত্ব পালন করবে, যারা প্রস্তাবিত উপপ্রকল্পের জন্য ইআইএ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিজাইন প্রস্তুত করবে।

ইএমপি বাস্তবায়নসহ পরিবেশগত বিষয় তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে পিআইইউ নিয়োজিত থাকবে।

প্রকল্পের নির্মানকাজ চলাকালীন ও বাস্তবায়নাধীন সময়ে পরিবেশ ও সামাজিক সেল বিএলপিএ'র মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে যারা পরিবেশ তত্বাবধান ও তদারকি বিশেষ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। এছাড়াও প্রকল্প নির্মানকালীন ও বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় বিএলপিএ একজন স্থায়ী পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেবে সকল স্থ বন্দরের জন্য, যিনি পরিবেশ প্রশমন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।